বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
কৃষি ভবন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
(বীজ বিতরণ বিভাগ)

স্মারক নং- ১২.২৭৫.০৩৫.০১.০৭.০০৭.২০১৫-১৭/ ১৪৬ তারিখ ০৭ ভাদ্র ১৪২৪ / ২২ আগস্ট ২০১৭

বরাবর
উপপরিচালক (বীজ বিপণন)
বিএডিসি,.........................(সকল)।

বিষয়ঃ **২০১৭-১৮ বিতরণ বর্ষে (খরিফ-২ মৌসুমে) বিক্রির জন্য মাসকলাই বীজের অঞ্চলওয়ারি বিতরণ কর্মসূচি।**

ডাল ও তৈলবীজ বিভাগের আওতায় ডাল ও তৈলবীজ প্রকল্প, মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, সুবর্ণচর প্রকল্প, মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প ও সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ বর্ষে উৎপাদিত ভিত্তি শ্রেণির ২২.৯১৪ মে.টন এবং মানঘোষিত শ্রেণির ৩৩০.৬১৮ মে.টন সহ মোট ৩৫৩.৫৩২ মে.টন মাসকলাই বীজ বিভিন্ন ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাকতকরণ কেন্দ্রে মজুদ আছে। ডাল ও তৈলবীজ বিভাগের আওতায় ২০১৭-১৮ উৎপাদন বর্ষে নিজস্ব উৎপাদন, চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও পেঁয়াজ বীজ প্রকল্প (ডিএই), অন্যান্য প্রদর্শনীতে ব্যবহারের জন্য ২৩.০১৪ মে.টন ভিত্তি/মানঘোষিত এবং পুনর্বাসন কর্মসূচির জন্য ১০১.৫০০ মে.টন মানঘোষিত শ্রেণির বীজ সহ মোট ১২৪.৫১৪ মে.টন বীজ সংরক্ষিত রেখে অবশিষ্ট ২২৯.০১৮ মে.টন মানঘোষিত শ্রেণির মাসকলাই বীজ বিক্রয়ের জন্য অঞ্চলওয়ারি বিতরণ কর্মসূচি পরিশিষ্ট "ক" অনুযায়ী জারি করা হলো। কর্মসূচি প্রস্তুত কালে বীজের মজুদ, বিভিন্ন অঞ্চলে বপনের উপযুক্ততা এবং অঞ্চলের চাহিদা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এ বিতরণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। বীজ বিপণনকালে নিম্নে বর্ণিত বিষয় সমূহ অনুসরণ করতে হবে।

২। উপপরিচালক (বীবি) এই কর্মসূচি পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট যুগ্ম পরিচালক (বীবি) এবং অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে বীজের বরাদ্দ, অঞ্চলাধীন জেলা/উপজেলায় বপনের উপযুক্ততা এবং চাহিদা উত্যাদি বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে অঞ্চলের বিক্রয় কেন্দ্রওয়ারি বিতরণ কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন।

৩। সিনিয়র সহকারী পরিচালক/উপসহকারী পরিচালক (বীজ বিপণন) বীজ বরাদ্দ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে বীজ প্রাপ্তি সম্পর্কে লিখিত ভাবে জানাবেন।

৪। বীজ বিতরণ শুরু করার পূর্বে অঞ্চলের জেলা প্রশাসক, উপপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে যোগাযোগ পূর্বক কৃষি পুনর্বাসন, চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তৈল ও পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প এবং অন্যান্য কর্মসূচির যদি কোন চাহিদা থাকে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরবরাহ নিশ্চিত করবেন। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বীজ ধরে রাখা যাবেনা এবং সদর দপ্তরের নির্দেশ ব্যতীত কোন বীজ ধারে বা বাকিতে সরবরাহ করা যাবেনা।

৫। বরাদ্দকৃত বীজ "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে আঞ্চলিক বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে বীজ ডিলার এবং জেলা/উপজেলা বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে কৃষকদের মাঝে সরাসরি বীজ বিক্রি করতে হবে।

৬। বীজ ডিলারদের মাধ্যমে বিক্রির জন্য আঞ্চলিক বীজ বিক্রয় কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ বীজ মজুদ রাখতে হবে।

৭। নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলার বীজ ডিলারগণ সংস্থার বিধি মোতাবেক বীজ উত্তোলন না করলে তাদের জন্য অপেক্ষা না করে বীজ "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে অন্য বীজ ডিলারদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

৮। বীজ ডিলারগণের চাহিদা ও বীজ বিতরণ অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করে বীজ বিক্রয় কেন্দ্রে বীজ পাঠাতে হবে যাতে প্রেরিত বীজ অবিক্রিত থাকার কারণে ফেরৎ আনতে না হয়। বরাদ্দকৃত সমুদয় বীজ মৌসুমের মধ্যেই সংস্থার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় শেষ করতে হবে।

৯। উপপরিচালক (বীবি) মৌসুমের মধ্যে সমুদয় বীজ বিক্রয়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন এবং মজুদ ও বিক্রয়ের অগ্রগতি প্রত্যক্ষ পূর্বক বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিয়মিত সংস্থার নির্ধারিত হিসাবে জমা দানের ব্যাপারে নিশ্চয়তা বিধান করবেন যাতে কোন আর্থিক অনিয়ম সংগঠিত না হয়।

১০। যুগ্মপরিচালক (বীবি) তাঁর আওতাধীন অঞ্চলসমূহের কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে বীজ বিতরণ বিভাগের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক এর পরামর্শক্রমে অঞ্চলে বরাদ্দকৃত বীজের আন্তঃঅঞ্চল বরাদ্দ সমন্বয় এবং পুনর্বিন্যাস করতে পারবেন।

১১। যুগ্মপরিচালক (বীবি) তাঁদের আওতাধীন অঞ্চলসমূহে মৌসুমের মধ্যেই বরাদ্দকৃত সমুদয় বীজ যাতে সুষ্ঠুভাবে বিক্রয় সম্পন্ন হয় এবং কোন আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত না হয় সে জন্য সামগ্রিক ভাবে বীজ বিক্রয় কার্যক্রম নিবিড় ভাবে মনিটর করবেন। এলক্ষ্যে অঞ্চলসমূহে নিয়মিত পরিদর্শন পূর্বক বীজ বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ড/রেজিস্টারসমূহ যাচাই ও পরীক্ষা করবেন। বীজ বিক্রয়লব্ধ টাকা সংস্থার খাতে জমা প্রদান ও সদর দপ্তরে স্থানান্তরের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন। অঞ্চলসমূহের বীজ বিক্রি, টাকা জমা ও স্থানান্তর সংক্রান্ত ফসলভিত্তিক অঞ্চলওয়ারি একিভুত মাসিক প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে অবশ্যই সদর দপ্তরের বীজ বিতরণ বিভাগে দাখিল করবেন।

১২। যেসকল বীজ ডিলার বীজ বরাদ্দ পেয়ে বীজ উত্তোলন করবেন তাদের নাম ঠিকানা উল্লেখ করে উপপরিচালক (বীজ বিপণন) সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসার, সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসককে অবহিত করবেন এবং সকলের অবগতির জন্য তালিকা নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করবেন।

১৩।মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি, ঢাকা স্মারক নং-১০৭৮, তারিখঃ-৪ জুন ২০১৭ মূলে জারিকৃত বীজ ডিলারদের বীজ সরবরাহের নিয়মাবলি এবং ডিলারের করণীয় সংক্রান্ত নিয়মাবলি যা ১ জুলাই ২০১৭ তারিখ থেকে কার্যকর হয়েছে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়টি উপপরিচালক (বীবি) মনিটর করবেন।

১৪। বিএডিসি'র গুদাম হতে বীজ উত্তোলন করে আনার পর বীজ ডিলার নিজ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাকে বীজের আগমনী বার্তা **(Arrival report)** প্রদান করে মৌসুমের মধ্যেই সমুদয় বীজ বিক্রির ব্যবস্থা নিবেন। ডিলার কর্তৃক এতদসংক্রান্ত নির্দেশ পালনের বিষয়টি উপপরিচালক (বীজ বিপণন) নিশ্চিত করবেন।

১৫। উপপরিচালক (বীবি) ডাল ও তৈলবীজের বরাদ্দসূচি ও প্রেরণসূচি পাওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উপপরিচালক/ সিনিয়র সহকারী পরিচালক (ডাল ও তৈলবীজ) এর সাথে যোগাযোগ করে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ প্রাপ্তি নিশ্চত করবেন।

১৬। যুগ্মপরিচালক (ডাল ও তৈলবীজ) বরাদ্দ অনুযায়ী অঞ্চলসমূহের উপপরিচালক (বীবি) এর নিকট যথাসময়ে কর্মসূচির বীজ পৌছানোর নিশ্চয়তা বিধান করবেন। বীজ প্রেরণের সময় বীজের বৈশিষ্ট্য ও চাষাবাদ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক লিফলেট সরবরাহের ব্যবস্থা নিবেন।

১৭। কৃষকগণ যাতে সহজে, সঠিক সময়ে এবং সংস্থার নির্ধারিত মূল্যে বীজ পান তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

১৮। বীজ বিতরণ বিভাগ বীজ বিক্রিয়ের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটর করবেন।

১৯। বীজ বিতরণ বিভাগের ৯ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে ৯৬ নং স্মারকে জারিকৃত চাষি পর্যায় এবং ডিলার পর্যায় নির্ধারিত ডাল ও তৈল বীজের বিক্রয় মূল্য অনুসরণ করতে হবে এবং ডিলারদের নিকট থেকে ডিলার পর্যায়ে বিক্রয় মূল্য ও চাষি পর্যায়ে বিক্রয়মূল্যের পার্থক্যের উপর ৩% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করে যথাসময়ে আয়কর অফিসে জমাদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।

(নূর মোহাম্মদ মন্ডল) ২২/৮
মহাব্যবস্থাপক (বীজ)
বিএডিসি, ঢাকা
২০১৭

স্মারক নংঃ- ১২.২৭৫.০৩৫.০১.০৭.০০৭.২০১৫-১৭/ ৯৪৮ (৪৮)

তারিখঃ ২২ আগস্ট ২০১৭

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১। মহাব্যবস্থাপক (বীজ/এএসসি/পাটবীজ/উদ্যান), বিএডিসি, ঢাকা।

২। প্রধান (মনিটরিং ও মূল্যায়ন বিভাগ/ আইসিটি সেল), বিএডিসি, ঢাকা। বরাদ্দসূচি সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(প:পৃ:)

৩। অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (খামার/বীপ্রস/কগ্রো/সিডিপি ক্রপস্), বিএডিসি, ঢাকা।
৪। যুগ্মপরিচালক (ডাল ও তৈলবীজ), বিএডিসি, ঢাকা। বরাদ্দ মোতাবেক বীজ প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।
৫। জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিএডিসি, ঢাকা।
৬। যুগ্ম পরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি, ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/রাজশাহী/যশোহর/বরিশাল।

22/06/19

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীজ বিতরণ)
বিএডিসি, ঢাকা।

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)
১। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৪। সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান/ক্ষুদ্র সেচ/সার ব্যবস্থাপনা/অর্থ) মহোদয়ের সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএডিসি, ঢাকা।

পরিশিষ্ট ক

২০১৭-১৮ বিতরণ বর্ষে খরিপ-২ মৌসুমে মাসকলাই বীজের অঞ্চলওয়ারি বরাদ্দ

পরিমাণ ঃ মে.টন

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	বীজের জাতঃ বারিমাসকলাই-৩ বীজের শ্রেণিঃ মানঘোষিত
১	ঢাকা	১৫.০০০
২	ময়মনসিংহ	২.০০০
৩	জামালপুর	১০.০০০
৪	কিশোরগঞ্জ	১৫.০০০
৫	টাঙ্গাইল	২৫.০০০
৬	ফরিদপুর	২০.০০০
৭	চট্টগ্রাম	০.০০০
৮	রাঙ্গামাটি	০.০০০
৯	বান্দরবন	০.০০০
১০	নোয়াখালী	২.০০০
১১	কুমিল্লা	৫.০০০
১২	সিলেট	১০.০০০
১৩	রাজশাহী	৪.০০০
১৪	পাবনা	২৫.০০০
১৫	বগুড়া	১৫.০০০
১৬	রংপুর	১০.০০০
১৭	দিনাজপুর	০.০০০
১৮	খুলনা	১৫.০০০
১৯	যশোর	২০.০০০
২০	কুষ্টিয়া	৩১.০১৮
২১	বরিশাল	৫.০০০
২২	পটুয়াখালী	০.০০০
অঞ্চলের সর্বমোট বরাদ্দ ঃ-		২২৯.০১৮

ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান
উপব্যবস্থাপক (বীবি)
বীজ বিতরণ বিভাগ
বিএডিসি, ঢাকা।

মোঃ মাহবুবুর রহমান
অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (বীবি)
বীজ বিতরন বিভাগ
বিএডিসি, ঢাকা।

নূর মোহাম্মদ [illegible]
পরিচিতি নং-[illegible]
মহাব্যবস্থাপক (বীজ)
বিএডিসি, ঢাকা।